যুগান্তর

তারিখ 16 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

শামসুন্নাহার হলে পুলিশি অ্যাকশনের নির্দেশদাতা পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেল

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে পুলিশি হামলার ঘটনা কোন কর্তা ব্যক্তির নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে তা সরকার গঠিত তদন্ত কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটির কেউ উদঘাটন করতে পারেননি। তবে উভয় রিপোর্টে হলে পুলিশি হামলার ঘটনা সরকারের উপর মহলের নির্দেশে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার নির্দেশদাতা পর্দার অন্তরালেই রয়ে গেলেন। তবে এ হামলার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে দু'টি রিপোর্টে দু'ধরনের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পেশকৃত তদন্ত রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অজান্তে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তির সহায়তায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার দায়ভার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি মুক্তি দিলেও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ঘটনার পরিকল্পনাকারীদের একজন হিসেবে তাকে চিহ্নিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সাবেক প্রক্টর ও ঘটনার সময় শামসুন্নাহার হলে দায়িত্বরত পুলিশের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা উভয় রিপোর্টে দেখা যায়। প্রভোস্ট বদলকে কেন্দ্র করে গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী বিক্ষোভ ঘটে। বিক্ষোভ ঠেকাতে পুরুষ পুলিশ হলে প্রবেশ করে ছাত্রীদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মতে, এ সময় পুলিশ ছাত্রীদের নির্দেশদাতা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক: ২

দুই তদন্ত কমিটির রিপোর্টেই বলা হয়েছে– সরকারের উপর মহলের নির্দেশে পুলিশি হামলার ঘটনা ঘটে

নির্দেশদাতা : পর্দার অন্তরালে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ওপর বাড়াবাড়িরকম নির্যাতন চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে তাতে পুলিশ ও ছাত্রদল কর্মীরা হামলা চালায়। এতে ছাত্রছাত্রীরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ঘটনার ধারাবাহিকতায় সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী নির্বাহী ক্ষমতাবলে ২৮ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ৩১ জুলাই পদত্যাগ করেন।

ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার ঘটনায় তখন দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। সরকার ঘটনা তদন্তে বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামকে প্রধান করে ২৬ জুলাই এক সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। দীর্ঘ ৩৭ দিন তদন্ত শেষে কমিশন গত ৩ সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৩ আগস্ট নয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটি প্রায় আড়াই মাসের বেশি সময় তদন্ত শেষে গত ১৩ অক্টোবর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের কাছে রিপোর্ট পেশ করেছে। তদন্তকালে উভয় কমিটিই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ ও তা রেকর্ড করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত তদন্ত কমিটি ঘটনা সংঘটনের পেছনে দু'টি কারণ উদঘাটন করে। কারণ হিসেবে বলা হয়, ঘটনার জন্য প্রভোস্ট-হাউজ টিউটরদের দ্বন্দ্ব এবং ওই রাতে পুলিশ ও পুলিশ প্রশাসনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গোটা ঘটনার জন্ম দিয়েছে। তাদের রিপোর্টে ১০টি সুপারিশ করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ঘটনার জন্য ১১টি কারণ উদঘাটন করে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে উদঘাটিত কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে– রাত ১২টার আগেই লুসি, শান্তা ও মিনারা উপাচার্য, প্রক্টর ও উপর মহলের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করে এবং এতে সিদ্ধান্ত হয় যে পুলিশ ছাত্রদলের নেত্রীদের প্রটেকশন দেবে। ছাত্রদলের বহিরাগত নেত্রী লুসি-শান্তা শুরু থেকে হলে চাঁদাবাজি করত এবং তারা ২৩ জুলাই দুপুরে হলের প্রভোস্ট রুমে তালা লাগিয়ে দেয়। হাউজ টিউটরদের কর্মবিরতি পালন এবং প্রভোস্ট রুমে তালা ঝুলানোতে উপাচার্যের সমর্থন ছিল। বিকালে প্রক্টরকে দিয়ে তালা ভেঙে অধ্যাপক সুলতানা শফিকে চেয়ারে বসানো হয় পরদিন অপসারণ করার জন্য। রিপোর্টে আরও বলা হয়, উপাচার্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে ঘটনা এড়ানো যেত এবং বহিরাগতদের হল থেকে বের করা যেত। কিন্তু তা তিনি করেননি। বহিরাগতদের হলে পুনর্বাসন করেন ওই হলের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট, যার প্রতি সাবেক উপাচার্যের সায় ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হল বহিরাগতমুক্ত করার ঘোষণা দিলেও (উপাচার্যের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে) তারা কালক্ষেপণের পথ বেছে নেয়। অধ্যাপক সুলতানা শফিও তার দায়িত্ব পালন করেননি। সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়, জান্নাতুল কাননের মামলাটি মিথ্যা। ২৩৫ নম্বর কক্ষে অস্ত্র ছিল কিন্তু তা যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য রুমে অবস্থানরত এক ছাত্রী জানালার কাঁচ ভাঙে এবং চিৎকার করে পুলিশ আসার পথ সুগম করে। এটা ছিল পরিকল্পিত। লুসি-শান্তারা যাদের দেখিয়ে দিয়েছে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে। তবে এডিসি রহিমের সাক্ষ্যমতে, ২৩৫ নম্বর কক্ষে যেতে ছাত্রীরা বাধা দেয়ায় পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। ডিসি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার অনুমতিসাপেক্ষে প্রক্টর সহকারী প্রক্টরদের নামে সাজানো বক্তব্য পত্রিকায় পাঠিয়েছেন।

সবশেষে কমিশন বলেছে, কমিশন যদিও আঁচ করতে পেরেছে যে উপর মহলের কোন একজনের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে এডিসি রহিমের নির্দেশে রাত সাড়ে ১২টা এবং রাত সাড়ে ৩টায় পুলিশ হলে ঢোকে এবং ছাত্রীদের গ্রেফতার করে, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য না থাকায় তাকে (এডিসি রহিম) এবং তাদেরকে (পুলিশ) হলে ঢোকা, ছাত্রী গ্রেফতার এবং মিথ্যা মামলা সাজানোর জন্য দায়ী করা গেল না।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পেশকৃত তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, উপাচার্য রাত ৯টায় একবার অধ্যাপক সুলতানা শফির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এরপর রাত দেড়টায় প্রক্টর একবার উপাচার্যকে ঘটনা জানালেও তিনি তার গুরুত্ব উপাচার্যকে বুঝিয়ে বলেননি। পরদিন উপাচার্য জানতে পারলেও তিনি থানায় না গিয়ে ভুল করেছেন। প্রভোস্ট হাউজ টিউটরদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। একই সঙ্গে তিনি বহিরাগতদের হল থেকে তাড়াতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া প্রভোস্ট ২২ তারিখ সভা করে এ ঘটনা সংঘটনে প্রভাবিত করা ছাড়াও ঘটনার রাতে ছাত্রীদের শান্ত না করে ঘটনা উস্কে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে রিপোর্টে ঘটনার জন্য প্রভোস্ট-হাউজ টিউটরদের দ্বন্দ্ব, বহিরাগতদের অংশগ্রহণ, সহকারী প্রক্টরদের দায়িত্বহীনতা, বিকালে ও রাতে প্রভোস্টপন্থী ছাত্রীদের বাড়াবাড়িকে অন্যতম উপসর্গ হিসেবে দায়ী করার পাশাপাশি সাবেক প্রক্টর ও সাবেক প্রভোস্ট ঘটনার দায়দায়িত্ব কিছুতেই এড়াতে পারেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘটনার জন্য দায়ী ছাত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার জন্যও রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে।